কালের কণ্ঠ

তারিখ : 18 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

শিক্ষানীতিতে 'বাংলাদেশ স্টাডিজে'র বাস্তবায়ন নেই কেন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে এই মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি আছে। সাধারণত যেকোনো রাষ্ট্রে শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন ও বিধান সংযোজন করা হয়। শিক্ষার অধিকারকে যথাযথ ও উপযুক্ত করতে ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। এরপর ইতিমধ্যেই চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচিত থাকলেও আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের বিষয়টিও ঝুলন্ত রয়েছে। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এর আগে স্বাধীন বাংলাদেশে আরো ছয়টি কমিশন বা কমিটির রিপোর্ট ঘোষিত হয়েছিল। এগুলো হলো : বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (ড. কুদরাত-এ-খুদা) রিপোর্ট ১৯৭৪, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (কাজী জাফর-আবদুল বাতেন প্রণীত) ১৯৭৯, মজিদ খান কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৩, মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৭, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ ও জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মনিরুজ্জামান মিঞা) প্রতিবেদন ২০০৩।

বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের আন্দোলন, সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেমন সংবিধানের চার মূলনীতির উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠিত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও জাতীয় উন্নয়নের মূলমন্ত্র হিসেবে প্রণীত সুপারিশেও জাতির প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সামরিক সরকারগুলো তা বাস্তবায়ন না করে, সবাই বিতর্কিত, খণ্ডিত কিছু প্রতিবেদন, সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে শিক্ষাঙ্গন ও সুশীল সমাজের বৈধতা পাওয়ার এক ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে : এর শিক্ষা-দর্শন থাকবে, এতে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে; জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা প্রণীত ও গৃহীত হবে। জাতির পূর্ব-অভিজ্ঞতাগুলো এখানে ব্যবহৃত হবে, উপেক্ষিত হবে না। এসব মানদণ্ডে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল গঠিত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী (চেয়ারম্যান) ও ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদের (কো-চেয়ারম্যান) নেতৃত্বাধীন কমিটি প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' যথার্থ অর্থেই জাতীয় শিক্ষানীতির মর্যাদা লাভ করেছে বলে মনে করা হয়। এটি প্রণয়নে আমাদের মহান সংবিধানের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলি, জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনের সুপারিশ এবং আগে প্রণীত বিভিন্ন কমিটি বা কমিশন প্রতিবেদন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষাবিদসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মন্তব্য ও পরামর্শ সংগ্রহ করে তার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা আইন ২০১৩-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। খসড়াটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে মতামত নেওয়ার জন্য। এমনকি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশে শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার এক মাসের মধ্যে আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েই গেছে। পরবর্তী সময়ে আবার 'শিক্ষা আইন ২০১৪' প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সেটিও আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। তবে বিদ্যমান 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' অনুযায়ী যেসব শিক্ষা কার্যক্রম তথা পাঠ্যক্রম গ্রহণ বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না তা নিয়ে সচেতন মহলে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।

উল্লেখ্য, খসড়া শিক্ষানীতি ৭ ডিসেম্বর ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। নীতিগতভাবে এসব এখন সরকারের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এর সঙ্গে সেসবের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে আর তা হলো বাস্তবায়ন বা কার্যকর করার প্রশ্নে। তবে অত্যন্ত আশার কথা হলো, বাংলাদেশে এই একমাত্র শিক্ষানীতি, যা কোনো সরকার বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং করছে ধাপে ধাপে। এমনকি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কমিটি গঠন করা হয়। ২৮ জুন ২০১১ শিক্ষামন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির বর্তমান অবস্থা কী সেটি আমাদের জানা নেই।

আমরা জানি, ইতিমধ্যেই নতুন শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পুস্তক রচনা ও ছাপানোর কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে নতুন পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক পাঠদানও শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন অনুযায়ী, শিক্ষার স্তর হবে চারটি। এগুলো হলো প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। শিক্ষানীতির ১(১) অনুচ্ছেদে শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা। ১(৪) অনুচ্ছেদে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্মপরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা। ২(খ)(৫) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা-নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়গুলো অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। ৪(২) অনুচ্ছেদে সব ধারাতেই জনসমতা ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা—বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। এমনকি মাদ্রাসাসহ অন্যান্য বিশেষ ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখার জন্য নিজস্ব বিষয়াদি বাধ্যতামূলক বিষয়ের সঙ্গে সন্নিবেশ করা যাবে। ২৬(ক)(৩) অনুচ্ছেদে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা ও সঠিক ইতিহাস এবং স্বদেশে বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

'প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন ২০১৪'-এর ৫০(১) ধারায় "ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার সকল ধারায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা। তবে, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ও 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' বিষয় বাধ্যতামূলক এবং বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাঠদান করা যাইবে।"

কাজেই 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০'-এর আলোকে যেসব পাঠ্যক্রম বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো 'বাংলাদেশ স্টাডিজ'। সাধারণত একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান অর্জনের জন্যই এ ধরনের পাঠ্য অন্তর্ভুক্তের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রেই তাদের নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে এ ধরনের পাঠ্য বাধ্যতামূলকভাবে চালু রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' পাঠ্যকে সব শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন পর্যন্ত 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' নামে কোনো পাঠ্য প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত কোথাও বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়নি কিংবা বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ বাংলাদেশে একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুব ন্যায্যভাবেই 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' বিষয়টি পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতিতে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও কেন এটি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না? 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা কাঠামোর প্রতিটি স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকরের উদ্যোগ গ্রহণ করলে, দেশের শিক্ষানীতির প্রতি যেমন সম্মান জানানো হবে, ঠিক তেমনি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com